ভারতের নির্বাচন নিয়ে অরুন্ধতী রায়ের সঙ্গে সংলাপ

ভারতের সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বিশাল বিজয় তুলে নিয়েছে, মোদি নিজেকে দ্বিতীয়বারের মত প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন করেছেন। অরুন্ধতী রায়ের মতে, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে এখন হিংসাত্মক সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য, অভিশপ্ত বর্ণবাদ, আর অশান্ত পুঁজি একসাথে ভর করেছে। হিন্দুস্তানি জাতীয়তাবাদ আর নব্যউদারীকরণ নীতির মোড়কে মোদি এসব কিছুকে একসাথে উপস্থাপন করেছেন।

দীর্ঘ সময়ের বিরতিতে লেখা উপন্যাসে *'দ্য মিনিস্ট্রি অব আটমোস্ট হ্যাপিনেস'*-এ অরুন্ধতী রায় মোদির নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভূতের উপস্থিতি বইটিতে প্রবলভাবেই রয়েছে। অরুন্ধতী বলেন, 'যদি কোন শত্রু থাকে তবে এই উপন্যাসের শত্রু হচ্ছে এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষার স্লোগান।' আর এই স্লোগানই হচ্ছে মোদি আদর্শের প্রধান সুর। অরুন্ধতী তাঁর রাজনীতি আর উপন্যাস দুটোর জন্যই সমভাবে পরিচিত। তিনি জেল খেটেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়েছে, মাওবাদীদের সাথে তিনি জঙ্গলে যোগ দিয়েছেন, বিশ্বের নানা প্রান্তের আন্দোলনে শরিক হয়েছেন। জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নতুন বই *'মাই সেডিশাস হার্ট'*।

এ বছরের মে মাসে *'দ্য নিউ রিপাবলিক'*-এর পক্ষ থেকে **স্যামুয়েল আর্ল** মোদির উত্থান আর ভারতের নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন অরুন্ধতীর সাথে, যা ২৮ মে ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হয়। *সর্বজনকথা*র জন্য এর অনুবাদ করেছেন ***মওদুদ রহমান***।

নিউ রিপাবলিক (নিরি): আপনার লেখালেখির এই দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীতে নানা পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু মোদি সব সময়ই আপনার লেখায় এক ভয়ংকর চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছেন। মোদির এই বর্তমান উত্থানের ধারাবাহিকতা কি আপনি যেভাবে ভেবেছিলেন সেভাবেই হয়েছে, নাকি আপনি এতে বিস্মিত?

অরুন্ধতী রায় (অরা): আসলে মোদির প্রথম টার্মের ক্ষেত্রে দুটোই সত্য হয়েছে। অর্থাৎ ওই সময়ে আমি যা ভেবেছিলাম এবং আমি যা ভাবিনি–দুটোই হয়েছে। আমি তাঁকে প্রচণ্ড ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে শঙ্কা করেছিলাম, শঙ্কা ছিল যে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ হবে, খ্রিস্টান এবং কমিউনিস্টবিরোধী উসকানি আসবে, হামলা চলবে, দলিত সম্প্রদায়কে হিন্দু বানানোর প্রজেক্ট চালু হবে। এইসব শঙ্কা সত্যি হয়েছে। নির্বাচনের ঠিক আগে এক সন্ত্রাসী হামলা কিংবা যুদ্ধাবস্থা তৈরি করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম। বড় বড় করপোরেশনে নানা সুবিধা প্রদান, প্রাইভেটাইজেশনের নতুন জোয়ার আসবে বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করে এক রাতের ঘোষণায় ৯০ শতাংশ নোট বাতিল করে দেয়ার ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত ছিল। এটা মানুষকে দারুণ ভুগিয়েছে, কিন্তু বুথে এসে মোদির পক্ষে ভোট দেয়া থামেনি।

> আরএসএসের প্রায় ৬ লক্ষ প্রশিক্ষিত ক্যাডার রয়েছে, যাদেরকে পার্টির কাজে লাগানো যায়। অন্য দলগুলোর এমন প্রায় কিছুই নেই। এই নির্বাচনে অন্য সকল পার্টির চেয়ে বিজেপির অন্তত ২০ গুণ বেশি অর্থের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। পরবর্তী নির্বাচনে হয়ত তারা ৫০ গুণ অর্থ নিয়ে মাঠে নামবে। আর ভারতে নির্বাচন মানেই হচ্ছে টাকার ছড়াছড়ি, মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার।

মোদি আগের চেয়েও দারুণ শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁকে এখন দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হচ্ছে। এটা অবিশ্বাস্য এক অবস্থা, মোদির এই জয়ে সকল বর্ণ, শ্রেণি, অঞ্চল আর সম্প্রদায়ের ভোটারের অংশগ্রহণ রয়েছে।

নির্বাচনোত্তর ভাষণে তিনি দুটো ভীতিকর বিষয়ের অবতারণা করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, ২০১৯ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতে সেক্যুলারিজমের মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করা। নির্বাচনে অংশ নেয়া একটা দলও ধর্মনিরপেক্ষতার স্লোগান তুলতে পারেনি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই কথাটি একদম সত্যি। ঠিক এ কারণেই বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ দল কংগ্রেস মুসলমানপ্রিয় হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার ভয়ে 'মুসলিম' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। আর এভাবেই মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার, একের পর এক হত্যার ঘটনা অনুচ্চারিত থেকে গেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দল জিতে এসেছে।

দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে, মোদি এই নির্বাচনে 'নীচু' বর্ণের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর পরাজয়ের মাধ্যমে বর্ণপ্রথার শেষ দেখছেন। তাঁর ভাষায়, তিনি এখন মাত্র দুটি বর্ণের সাথে পরিচিত–গরিব এবং গরিবি হটাতে কাজ করা কর্মজীবী। এ দেশে ধনীদের দেখা হয় ফেরেশতা হিসেবে, যেখানে শীর্ষ ৯ ধনীর সম্পদের পরিমাণ অর্থনৈতিক স্কেলে নীচে থাকা ৫০ কোটি মানুষের সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণের সমান। গরিবের প্রতি দান-দক্ষিণার নীতি, ক্ষুধাপীড়িত গ্রামীণ পরিবারে গ্যাস সিলিন্ডার দেয়া, ঋণে জর্জরিত কৃষককে ২ হাজার রুপি চেক প্রদান করা আর লক্ষ লক্ষ বেকার তরুণকে বাগাড়ম্বরের চক্রে বেঁধে মোদি আবারও ক্ষমতায় এসেছেন সেই একই নীতি বাস্তবায়ন করতে, যা এই ক্ষুধা, বেকারত্ব আর দারিদ্র্যের কারণ।

উঁচু-নিচু বর্ণের আর কোন ভেদাভেদ নেই বলে মোদি দাবি করছেন যে তিনি এবং আরএসএস তা-ই করে দেখিয়েছে, যা দলিত সম্প্রদায়ের জন্য আজীবন লড়ে যাওয়া ড. বি আর আম্বেদকর করতে পারেননি। তবে এটা সত্য নয়। কারণ আম্বেদকর বলে গেছেন যে হিন্দুত্ববাদিতাই হচ্ছে বর্ণভেদ প্রথা। আরএসএস এবং বিজেপি এই নির্বাচনে বরং বর্ণভেদ প্রথাকেই উসকে দিয়েছে, এক বর্ণের সাথে আরেক বর্ণের রেষারেষিকে কাজে লাগিয়েছে, এক বর্ণকে আরেক বর্ণের বিপক্ষে দাঁড় করিয়েছে।

নিরি: দেখা যাচ্ছে যে তিনি সার্থকভাবেই নিজের মধ্যে রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূত চরিত্র নির্মাণ করেছেন। আপনি কি এই নতুন ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কোন রাস্তা দেখছেন?

অরা: তিনি নির্বাচিত হওয়ার পরপরই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কিছু তীব্র সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে বক্তব্য দেন তাতে মোদি

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা আর সংবিধান সমুন্নত রাখার কথা বলেন। তিনি নিজেই নিজের এবং আজ্ঞাবহজনদের পূর্বের দেয়া বক্তব্যের উল্টো কথা বলেছেন। এই ধরনের দ্বিচারিতা আরএসএসের মজ্জাগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মোদির ওপর দেবত্বারোপ বিজেপির আদর্শের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের ওপর এর অপরিসীম নিয়ন্ত্রণ, পার্টি কৌশল সব কিছুই রাজসিংহাসনে রাজার আরোহণের জন্য ক্ষেত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। মিথ্যায় পরিপূর্ণ মোদির বায়োপিকও নির্মিত হয়েছে, যা তাঁর দেবতা ইমেজকে নিঃসন্দেহে আরও বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এত কিছুর পরও মোদি ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই ক্ষমতার সিংহাসনে থাকতে পারবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আরএসএস চাইবে। আরএসএসের শাসনই হচ্ছে এখন স্বাভাবিকতার নতুন ধারা।

আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী করে একে চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে? এই মুহূর্তে উত্তর, ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে, কংগ্রেস পরাজিত, কমিউনিস্ট দলগুলো বিলুপ্তির পথে। দলিত আর পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী পার্টিগুলো নিষ্প্রাণ। সার্বিকভাবে বিরোধী দলগুলো একে অপরের সাথে কদর্য লড়াইয়ে ব্যস্ত থেকে কেবল নিজেদের শক্তি ক্ষয়ই করছে। আশা করব, তারা নিজেদেরকে গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখবে। কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন নিয়ে সামনে হাজির হবে।

আরএসএসের প্রায় ৬ লক্ষ প্রশিক্ষিত ক্যাডার রয়েছে, যাদেরকে পার্টির কাজে লাগানো যায়। অন্য দলগুলোর এমন প্রায় কিছুই নেই। এই নির্বাচনে অন্য সকল পার্টির চেয়ে বিজেপির অন্তত ২০ গুণ বেশি অর্থের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। পরবর্তী নির্বাচনে হয়ত তারা ৫০ গুণ অর্থ নিয়ে মাঠে নামবে। আর ভারতে নির্বাচন মানেই হচ্ছে টাকার ছড়াছড়ি, মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার। ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এই নির্বাচনে তাদের প্রতি মাথা নুইয়েছে। কে জানে হয়ত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনগুলোও তাদের পক্ষে ছিল। টাকার জোরে তারা হাজার হাজার প্রযুক্তিবিশারদ ভাড়া করেছে, ডেটা অ্যানালিস্ট, মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট কিনে নিয়ে তাঁদের লেলিয়ে দিয়েছে হাজার হাজার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, যেখানে তারা ছড়িয়েছে ঘৃণা আর প্রোপাগান্ডা। মাপা ভাষায় টুইট করেছে, পোস্ট করেছে, টার্গেট করেছে প্রতিটি ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি আর সম্প্রদায়কে।

এই বিপুল পরিমাণ অর্থের জোরে বাজারে সব কিছুই বিকানো যায়। এই অর্থের জোরে ভুলিয়ে রাখা গেছে অর্থনৈতিক মন্দা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতের দুরবস্থা, প্রাকৃতিক বৈরিতাসহ গুরুত্বপূর্ণ সব ইস্যু। আলোচনায় থেকেছে কেবল বিষাক্ত জাতীয়তাবাদ। এই নির্বাচনকে তাহলে কী করে সুষ্ঠু নির্বাচন বলা যায়? এটা ছিল আসলে দ্রুতগতির ফেরারি আর ধীরগতির বাইসাইকেলের রেস। আর মিডিয়া পক্ষ নিয়েছিল ফেরারির, ভাব করেছিল যে সব কিছুই রয়েছে স্বাভাবিক। রেসের শেষে ওরা ফেরারির জয়ে উল্লাস করছে আর বাইসাইকেলের ধীরতা নিয়ে করছে বিদ্রুপ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান এই ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কোন কোন উপায় এখনও খোলা আছে? বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোতে এই পরিমাণ অর্থ আর ঘৃণা ছড়ানো রাজনৈতিক দলকে ঘায়েল করা সহজ হবে না। তবে আমি বিশ্বাস করি, গণমানুষের বিস্ফোরণ একদিন না একদিন ঘটবেই। আমি বিপ্লবের কথা বলছি না। আমি বিক্ষোভের কথা বলছি, আমি এনজিও ঘরানার বাইরের সামাজিক আন্দোলনের কথা বলছি। এটা ঘটবেই। আর তার ফলে তৈরি হবে নতুন শক্তি, নতুন বিরোধী কাঠামো। আমাদের একটা নিরপেক্ষ খেলার মাঠ তৈরি করতে হবে, যেখানে ফলাফল পূর্বনির্ধারিত থাকবে না। সদ্য হয়ে যাওয়া নির্বাচনকে গণতন্ত্র চর্চার এক মহান উদাহরণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চলছে, বাস্তবে আসলে এটা ঠিক তার বিপরীত। এটা ছিল গণতন্ত্র চর্চার নামে এক তামাশা।

নিরি: আপনি কি বিজেপির এই উত্থানের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটেন, আমেরিকা, ব্রাজিলের জাতীয়তাবাদী উত্থানের কোন সামঞ্জস্য দেখতে পান?

অরা: আমি মনে করি, এটা সামগ্রিক জাতীয়তাবাদী উত্থানেরই অংশ। যদিও ভারতে আরএসএস এই প্রেক্ষাপট তৈরির উদ্দেশ্যে ৯৫ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছিল। ভারতে এর এমন এক ধারাবাহিকতা রয়েছে, যা অন্য কোন ফ্যাসিবাদী কিংবা বর্ণবাদী সিস্টেমে নেই।

> হিন্দি, হিন্দু আর হিন্দুস্তান, যার কোনটাই এই অঞ্চলের শব্দ নয়, বরং ফারসি শব্দ। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে দেশে ৭৮০টি ভাষাভাষীর মানুষ রয়েছে, যার মধ্যে ২০টি আবার সংবিধান স্বীকৃত, সেখানে এই ফ্যাসিস্ট একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি রীতিমত ভয়ংকর। এর ওপর এখানে রয়েছে আবার ইংরেজিতে কথা বলা অভিজাত শ্রেণি, যারা আবার নিজেদের মধ্যে একে অপরকে দোষারোপ করে (সেটাও আবার ইংরেজিতেই) ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের জন্য।

নিরি: ২০০৯ সালে আপনার এক লেখা সমগ্র উৎসর্গ করেছিলেন তাদেরকে, যারা কার্যকারণ হতে আশার বিচ্ছেদ ঘটাতে শিখেছে। বর্তমানে এই দুইয়ের সম্পর্ক কীভাবে দেখছেন? এই আশা আর কার্যকারণের মাঝে মেলবন্ধনের কোন চিহ্ন দেখতে পান?

অরা: নির্বাচনকালীন সময়ে আমি এটা প্রয়োগ করেছিলাম। যখন প্রায় সব বিজ্ঞজন বিজেপির বিজয় দেখছিল, তখন আমরা কয়েকজন এর উল্টোটা বলেছিলাম। আমি এটা করেছিলাম, কারণ নির্বাচনের নিশ্চিত ফলাফলের বেলুন ফুটো করার প্রয়োজন ছিল। যারা প্রকাশ্যে বিজেপির বিজয় নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করছিল, তাদের অনেকে এটা নিয়ে শঙ্কিতও ছিল। তারা এটা করছিল এটা বোঝাতে যে তারা জনগণের মতিগতি বুঝতে পারে। কিন্তু এটা তেমন কোন ব্যাপার নয়। অথচ ওই সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোই প্রোপাগান্ডায় ব্যবহৃত হয়েছে। ফলাফলের ব্যাপারে নিশ্চয়তার আবহাওয়া তৈরি করেছে। কাজেই আমরা যারা কার্যকারণ থেকে আশার বিচ্ছেদ ঘটাতে পেরেছিলাম তারা সব সময়ই বলে গেছি যে কৌশলের ওপর ভর করে বিরোধী পক্ষই জিতবে। কিন্তু এটা ছিল নিশ্চিতভাবেই সেই আশা, যার ওপর ভর করে মানুষ ভয়ংকর অবস্থায়ও ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কাজেই এই কার্যকারণ আর আশার মধ্যে বিচ্ছেদ এবং কার্যকারণ আর প্রতিরোধস্পৃহার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো খুবই প্রয়োজন।

নিরি: ভারতের জনগণের চিন্তায় সামরিকায়নের ভাব সুস্পষ্ট এবং মোদি নির্বাচনকালীন প্রচারণায় এটার সর্বোচ্চ ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। সামরিক বাহিনীর সাথে এককাতারে দাঁড়িয়েছেন, কথিত 'জাতির শত্রু'কে নিয়ে ভয় ছড়িয়েছেন। একজন লেখক হিসেবে আপনি নিজেকে এই পরিবেশে কোন অবস্থানে দেখেন, বিশেষ করে

'রাষ্ট্রবিরোধী' অবস্থানকে?

অরা: আমি বলব যে এই অবস্থান খুবই নড়বড়ে এবং একই সাথে বিপজ্জনক। কারণ অবস্থা এখন এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে যারা আগে হিন্দুত্ববাদী ধারণার বিরোধী ছিল তারাও নানামুখী চাপে পড়ে এখন 'উন্নত' হিন্দুত্ববাদ এবং 'উন্নত' জাতীয়তাবাদের কথা শোনাচ্ছে। আমাদের চিন্তাকে জাতীয়তাবাদী পতাকায় আটকে ফেলা হচ্ছে। মুক্তবুদ্ধির ওপর আক্রমণগুলো ক্রমেই আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। রাজনীতিবিদ, করপোরেট সিইও আর মিডিয়া হাউস সংশ্লিষ্টরা হাজার কোটি টাকার সম্পদ গড়ছে আর অন্যদিকে ছাত্র, শিক্ষক, স্বাধীনচেতা সাংবাদিকদের নামের সাথে 'অ্যান্টি-ন্যাশনালিস্ট' ট্যাগ লাগানো হচ্ছে।

যারা অপরকে তুষ্ট করার বিপরীতে গিয়ে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক মতামত প্রকাশ করছে তাদেরকে প্রথম দিনেই বিজেপির প্রেসিডেন্ট অমিত শাহ এবং জেনারেল সেক্রেটারি রাম মাধব শাসিয়েছেন। তাঁরা দুজনই সরাসরি বলেছেন যে নেতার কথাই সত্যি। বলেছেন, ছদ্মবেশধারী মুক্তবুদ্ধি চর্চাকারীরা, যারা রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে তাদেরকে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডল থেকে ছেঁটে ফেলা প্রয়োজন। এটা আসলে চিরাচরিত ফ্যাসিবাদের ভাষা। তাদের এই দ্বিতীয় মেয়াদে তারা প্রথম মেয়াদের সকল অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার চেষ্টা করবে। গঠনমূলক শিক্ষা, চিন্তা, প্রগতি, সংস্কৃতি আর নেতৃত্ব তৈরির পথগুলো রুদ্ধ করবে।

নিরি: আপনার চিন্তায়, আপনার কাজে সব সময়ই বহুমাত্রিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। এটা কি হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার বিপরীতে এক ধরনের জবাব, যেখানে সব কিছুই সরলরৈখিকভাবে এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্মের দিকে ধাবিত? নাকি অন্য কিছু?

অরা: এটা আসলে এই দেশেরই ধারা, এখানে এক জটিল সংমিশ্রণ বর্তমান। আর লেখক হিসেবে এই বহুমাত্রিকতায় আমি আনন্দিত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, হিন্দু জাতীয়তাবাদের তিন অংশ–এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতি হচ্ছে যথাক্রমে হিন্দি, হিন্দু আর হিন্দুস্তান, যার কোনটাই এই অঞ্চলের শব্দ নয়, বরং ফারসি শব্দ। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে দেশে ৭৮০টি ভাষাভাষীর মানুষ রয়েছে, যার মধ্যে ২০টি আবার সংবিধান স্বীকৃত, সেখানে এই ফ্যাসিস্ট একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি রীতিমত ভয়ংকর। এর ওপর এখানে রয়েছে আবার ইংরেজিতে কথা বলা অভিজাত শ্রেণি, যারা আবার নিজেদের মধ্যে একে অপরকে দোষারোপ করে (সেটাও আবার ইংরেজিতেই) ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের জন্য। এখানে আবার আরেকটা অভিজাত শ্রেণি রয়েছে, যারা নিজেদের সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠায়, কিন্তু গরিব পরিবারের শিশুদের সেই ভাষা শেখার অধিকারকে অস্বীকার করে।

নিরি: আপনি এ পর্যন্ত আপনাকে নানাভাবে বিকশিত করেছেন, ফিকশন, চলচ্চিত্র, নাটক, রচনা, অভিনয়, স্থাপত্য–নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। কোন পরিচয়টি আপনার সবচেয়ে আপন বলে মনে হয়?

অরা: আমি একজন গল্পকার। আমি গল্প বলি, গল্পের মধ্যেই চিন্তা করি। এটাই আমার আবাস, আমার ভালবাসার জায়গা।

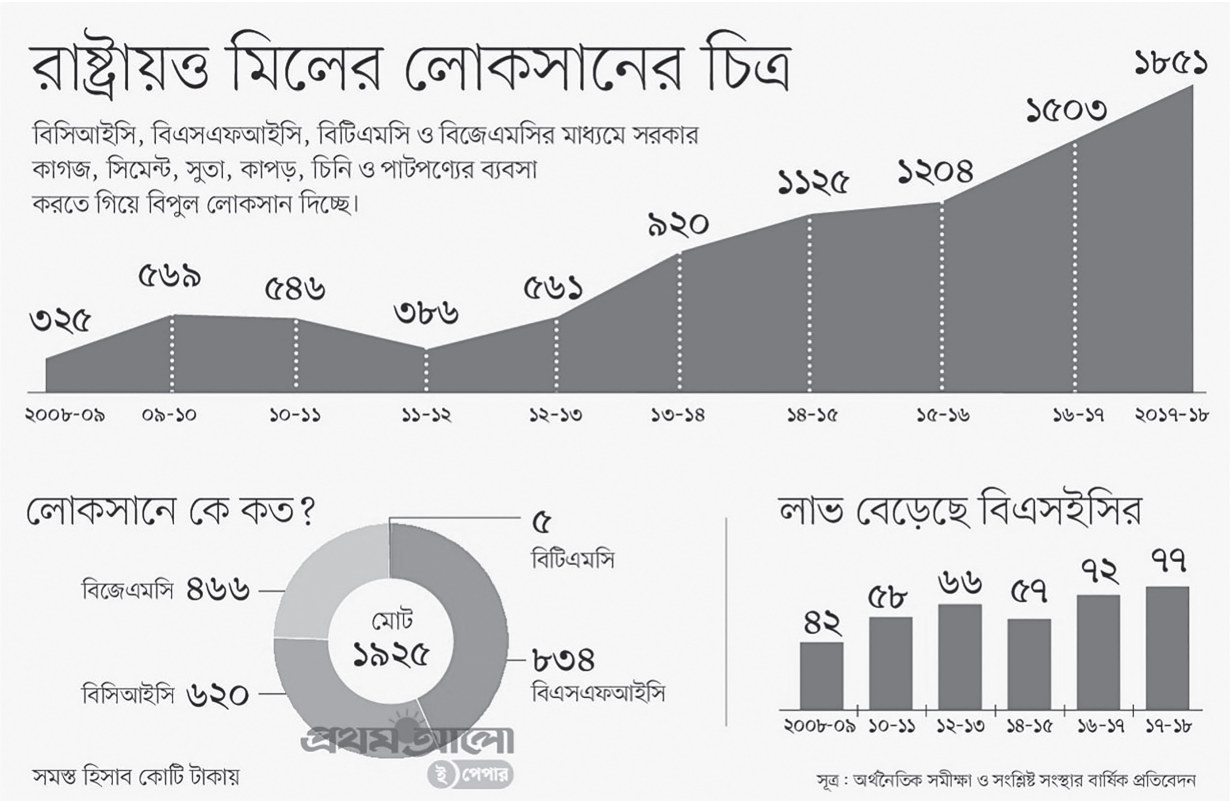

সূত্র : প্রথম আলো, ২২ মে ২০১৯